বেসরকারী স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারবে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মুখে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলে সরকার নিজেই বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি টেনে আনার সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বেসরকারী স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া আর কারও অন্তর্ভুক্তির কোন সুযোগ নেই। এতদিন স্থানীয় সংসদ সদস্যরা কেবল আগ্রহ ব্যক্ত করলেই স্কুল-কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতে পারতেন। একেকজন সংসদ সদস্য একসঙ্গে ১০/১২টি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতেন। এখন সংসদ সদস্যরা চেয়ারম্যান হতে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও এলাকার যে কোন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিতে পারবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে শিক্ষক মহলে সমালোচনার ঝড়

এদিকে এই প্রজ্ঞাপনের পর থেকে বেসরকারী স্কুল-কলেজে স্থানীয় সরকারদলীয় ব্যক্তি এবং জেলা ও থানা বিএনপি নেতাদের চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নের হিড়িক পড়ে গেছে। সম্প্রতি রাজধনীর তেজকুনিপাড়া স্কুল এ্যান্ড কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতে অনাগ্রহী সংসদ সদস্য বিএনপি তেজগাঁও থানা শাখার সভাপতিকে চেয়ারম্যান মনোনীত করেছেন। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি পোক্ত করার জন্য এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে বলে বেশ কয়েক শিক্ষক নেতা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জানা যায়, ৮ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী স্কুল-কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান মনোনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে বলা হয়, যেসব সংসদ সদস্য নিজ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান হতে আগ্রহী তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন। সংসদ সদস্যবৃন্দ কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতে না চাইলে তিনি এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবককে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাবেন। প্রজ্ঞাপনের এই মারপ্যাঁচে দলীয় লোকজনকেই স্থানীয় সংসদ সদস্য গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন এটাই স্বাভাবিক।

এই প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষকদের মধ্যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এমনকি

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বেসরকারী স্কুল ও কলেজের

(প্রথম পাতার পর)

সরকারপন্থী বেসরকারী শিক্ষক সংগঠনও বিষয়টির সমালোচনা করছে। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির এক যৌথ সভায় গত বুধবার বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মনোনয়নের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি প্রফেসর এম. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা থেকে মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক বলেন, আমরা বার বার গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে সংসদ সদস্যদের চালাওভাবে মনোনয়ন দেয়ার বিরোধিতা করছি। তার ওপর এখন সংসদ সদস্যের মনোনীত ব্যক্তিদের চেয়ারম্যান করার এই প্রজ্ঞাপন খুবই নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। জনাব আসাদ বলেন, এমন সময় এ ধরনের একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো যখন প্রধানমন্ত্রী ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের কথা বলছেন।

বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রজ্ঞাপন জাতীয় শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধ্যক্ষ পরিষদ বারবার রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের বিরোধিতা করে আসছে। এই প্রজ্ঞাপনের ফলে বিষয়টি আরও জটিল হবে বলে জনাব হান্নান অভিমত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এমএ বারী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে সরকার যে কতটা স্ববিরোধী তার প্রমাণ এই প্রজ্ঞাপন। তিনি বলেন, সরকার একদিকে বলছে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে এবং অন্যদিকে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় লোকদের ঢোকানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। এই প্রজ্ঞাপনের ফলে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি প্রবেশের অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।